দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 26 MAY 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২

219

ছাত্রঐক্যে ভাঙ্গন ॥

ক্যাম্পাসে উদ্বেগ

● ইত্তেফাক রিপোর্ট ● ক্যাম্পাসে পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়াছে। প্রতিদিন প্রায় ৪ প্লাটুন বি,ডি,আর ও ১৪ প্লাটুন পুলিশ পালা করিয়া ক্যাম্পাসে টহল অব্যাহত রাখিলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষসহ বিভিন্ন মহলের আশঙ্কা, যে কোন মুহূর্তে ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি সহিংসতায় রূপ নিতে পারে। একটি সূত্র জানায়, ছাত্রদল হইতে একদল কর্মী ছাত্রলীগে (আ-অ) যোগদান করায় ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতির পরিবেশ পাল্টাইয়া (১১শ পৃঃ দ্রঃ)

ক্যাম্পাস

(১ম পৃঃ পর)

গিয়াছে। ছাত্রদল-ছাত্রলীগের দ্বন্দ্বের কারণে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ায় সন্ত্রাস বিরোধী প্রশ্নে গতকাল যাহারা ছিল ঐক্যবদ্ধ আজ তাহারা নিজেদের অবস্থান নিয়া চিন্তা-ভাবনা শুরু করিয়াছে।

সকল ছাত্র সংগঠন ক্যাম্পাস সন্ত্রাসমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করিলেও নিজেদের দলীয় অবস্থান দৃঢ় রাখার লক্ষ্যে বিশেষ কয়েকটি ছাত্র সংগঠন সন্ত্রাসকারীদের ক্যাম্পাসে বিচরণের সুযোগ করিয়া দিয়াছে। প্রতিদিন কলাভবনে সমাবেশ, মিছিলে অস্ত্রধারীদের গ্রেফতারের দাবী করা হইতেছে। অথচ হলে হলে অস্ত্রধারীরা প্রকাশ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অনেক ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা যেন দেখিয়াও দেখিতেছে না।

কলাভবন সংলগ্ন কয়েকটি হলের পরিস্থিতি খারাপ। একজন ছাত্র তাহার হলের পরিস্থিতি বর্ণনাকালে জানায়, রাত ৯টা-দশটার পর হল গেটে অপরিচিত তরুণদের উপস্থিতি বাড়িয়া যায়। অনেকে প্রকাশ্য অস্ত্র হাতে গেট পাহারা দেয়। গভীর রাতে হল ক্যাম্পাসে হোণ্ডা অথবা গাড়ীর শব্দ পাওয়া গেলে তরুণদের মধ্যে ব্যস্ততা বাড়িয়া যায়। এই সময় মাঝে মাঝে 'হল্ট' শব্দ শোনা যায়। অনেক সময় তাহারা হলের বৈধ ছাত্রের পরিচয়পত্র পরীক্ষাও করে। অপর একজন ছাত্র নিজের হলের বর্ণনা দিয়া জানায়, ২ দিন পূর্বে রাত ১০টার দিকে হলের জনৈক আবাসিক শিক্ষক একা হল পরিদর্শনে আসিলে সশস্ত্র তরুণদের বাধার সম্মুখীন হন। এক পর্যায়ে তাঁহার সম্মুখে অস্ত্র উচানো হয়। পরে পরিচয় পাইয়া তরুণরা অস্ত্র লুকাইয়া সৌজন্য প্রকাশ করে। একজন প্রভোষ্ট আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া জানান, ক্যাম্পাসে ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক অফিসার কর্মচারীরা উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাইতেছে।

সন্ত্রাসমুক্ত ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা ও ডাঃ মিলনের হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবীতে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন গতকাল (শনিবার) ক্যাম্পাসে পৃথকভাবে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। ডাকসু ভবনের সম্মুখে অনুষ্ঠিত ছাত্র দলের সভায় বলা হয়, যাহারা ডাঃ মিলনের হত্যাকারীদেরকে সংগঠনে আশ্রয় দিয়াছে তাহারা জনগণের শত্রু। কার্জন হল ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগের (আ-অ) সভায় বলা হয়, বর্তমান সরকার এরশাদীয় কায়দায় সন্ত্রাসকে লালন করিতেছে। সভায় ছাত্র সমাজের ১০ দফা বাস্তবায়নের দাবী করা হয়।

ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ (না-শ), ছাত্র মৈত্রী, গণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট পৃথক সভায় অবিলম্বে ডাঃ মিলনের হত্যাকারীদের গ্রেফতার দাবী করিয়াছে। উভয় সভায় ছাত্র ঐক্যের ভাঙ্গনের জন্য দুইটি ছাত্র সংগঠনকে দায়ী করা হয়।

শহীদুল্লাহ হল ছাত্র সংসদের ভিপি আখতারুজ্জামান খোকন গতকাল এক বিবৃতিতে প্রতিবাদ জানাইয়া বলিয়াছেন, একটি বিশেষ মহল তাঁহাকে ডাঃ মিলন হত্যাকাণ্ডে জড়িত করার চেষ্টা চালাইতেছে। বিবৃতিতে খোকন বলেন, 'আমি হাসপাতালে অসুস্থ থাকা অবস্থায় ডাঃ মিলন মারা যান। অথচ উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমার নাম ব্যবহার করা হইতেছে।